অলক্ষ্যে থেকে যায়। এই লিঙ্গভিত্তিক বিচার-বিবেচনা আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিচার-বিশ্লেষণে মোটেই প্রাধান্য পায় না, কারণ এই ক্ষেত্রটিতে পুরুষদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

নারীবাদীদের আরো অভিযোগ হল, যা আগেই বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি শুধুই যেন যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, রেষারেষি, মরিয়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদির ক্ষেত্র, যা নারীদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। পক্ষান্তরে নারীবাদ ব্যক্তিকে বিচার করে তার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা বা অবস্থানের প্রেক্ষিতে। নারীবাদীদের মতে যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আচরণ অসম লিঙ্গভিত্তিক কাঠামোকে জিইয়ে রাখতে চায়। **কনেল** (R W Connell)-এর মতে, এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির মূলে রয়েছে আধিপত্যবাদী পুরুষতন্ত্র (Hegemonic Masculinity)। এই ধরনের পুরুষতন্ত্র নারীবাদী চিন্তনকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পক্ষে অনুপযুক্ত বলে মনে করে।

নারীবাদী লেখকদের সবচেয়ে বেশি অভিযোগ প্রাধান্যকারী বাস্তববাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে। নারীবাদী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক **টিকনার** (J A Tickner) বাস্তববাদীদের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সবচেয়ে বেশি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছেন। তাঁর মতে, 'আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রটি নৈরাজ্যজনক' (Anarchic)—বাস্তববাদীদের এই ধারণার মূলে রয়েছে হবসের প্রকৃতির রাজ্যের ধারণা, যা ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি নিরন্তর যুদ্ধের অবস্থা। **টিকনার** (১৯৯৭)-এর মতে, হবসের প্রকৃতির রাজ্য চিত্রটিতে নারীদের স্থানই নেই। টিকনার মরগেনথাউ-এর বাস্তববাদকে নিম্নলিখিতভাবে পুনর্নির্মাণ করেন :

(১) মানুষের প্রকৃতির মধ্যে পুরুষালি ও মেয়েলি প্রবৃত্তির যুগপৎ অবস্থান থাকে ; এই মনুষ্য প্রকৃতির মধ্যেই সামাজিক প্রজনন, উন্নয়ন ও রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রভৃতি উপাদানের সহাবস্থান রয়েছে।

(২) নারীবাদ বিশ্বাস করে যে, রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ গতিশীল, বহুমুখী এবং সামাজিক-ঐতিহাসিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং, জাতীয় স্বার্থের ধারণাকে শুধুমাত্র ক্ষমতার নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় না। বর্তমান দিনে জাতীয় স্বার্থ একাধিক জটিল ও ভয়াবহ সমস্যার সমাধান দাবি করে, যেমন পারমাণবিক যুদ্ধের ভীতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ দূষণ রোধ করার প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

(৩) টিকনারের মতে, ক্ষমতাকে শুধু প্রাধান্য বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণের নিরিখে বিচার করলে তা পুরুষতন্ত্রীদের উল্লসিত করলেও নারী-পুরুষের মিলিত প্রয়াসে সমস্যা সমাধানের বিষয়টিকে অবহেলা করা হবে।

(৪) বাস্তববাদ ন্যায়বিচার অপেক্ষা ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দেয়। পক্ষান্তরে নারীবাদ রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম থেকে নৈতিকতাকে বিচ্ছিন্ন করার যে-কোনো প্রয়াসের বিরোধী। নারীবাদ অনুসারে সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মেরই নৈতিক তাৎপর্য থাকে।

(৫) নারীবাদীদের মতে কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের নৈতিক উচ্চাশাকে বিশ্বজনীন নৈতিক নীতি ও মূল্যাবোধের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। নারীবাদ মনুষ্য প্রকৃতির সেইসব সাধারণ নৈতিক গুণাবলির অনুসন্ধান করে যেগুলি একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব ও রেষারেষিকে প্রশমিত করবে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংহতিকে সুদৃঢ় করে আন্তর্জাতিক সমাজকে শান্তিপূর্ণ করবে।

(৬) নারীবাদ নৈতিকতা অপেক্ষা রাজনৈতিক স্বৈরাচারের কার্যকারিতাকে স্বীকার করে না। কারণ নারীবাদীদের মতে, স্বৈরাচারিতার সঙ্গে পুরুষতন্ত্র জড়িত থাকে। তাঁদের দাবি, রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সংকীর্ণতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে বাস্তববাদ প্রকৃতপক্ষে নারীদের স্বার্থ ও অবদানের বিষয়টি উপেক্ষা করে।

(৭) নারীবাদীদের বিচারে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রতিটি ধারণাই লিঙ্গভিত্তিক, অর্থাৎ পুরুষদের প্রতি পক্ষপাতমূলক। উদাহরণস্বরূপ, বাস্তববাদীদের কাছে রাষ্ট্রের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা। এই নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে আবার সামরিক শক্তিকে প্রধান উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। নারীবাদীরা নিরপত্তার বিষয়টির এই ধরনের ব্যাখ্যাকে 'অত্যন্ত সংকীর্ণ' বলে সমালোচনা করেন, কারণ এক্ষেত্রে মহিলাদের বিষয়টিকে সামান্যতম নজর দেওয়া হয় না। পক্ষান্তরে নারীবাদীরা নিরাপত্তা বলতে বোঝেন সমস্ত প্রকার হিংসার (দৈহিক, কাঠামোগত, বাস্তুতান্ত্রিক ইত্যাদি) অস্তিত্বহীনতা। অধিকাংশ দেশেই মহিলারা যেহেতু ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে থাকে, সেজন্য নারীবাদীরা মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে। নারীবাদীরা সামরিক সামর্থ্যকে রাষ্ট্রের বাহ্যিক আক্রমণের বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা হিসেবে না দেখে, বরং সামরিক

Scanned with CamScanner

...যোগ্য। এইসব নারীবাদীর বক্তব্য হল, ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর আসলে পুরুষের কণ্ঠস্বর যা নারীকে বদ্ধ ও বন্দি রাখতে সাহায্য করে। তাঁরা দেখিয়েছেন, বিশ্বের সব ধর্মের মধ্যে কমবেশি পুরুষ কেন্দ্রিকতা ও পিতৃতান্ত্রিকতার উপাদান নিহিত রয়েছে।

২.১৬ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও নারীবাদ
Feminism and International Politics

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে লিঙ্গভিত্তিক আলোচনা খুবই সাম্প্রতিক ঘটনা বলা যায়। কিছুদিন আগেও আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনায় বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির কর্মকাণ্ডে নারীরা ভীষণভাবেই উপেক্ষিত ছিল। কারণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে বরাবরই একটি পুরুষশাসিত বিষয় বলে গণ্য করা হয়েছে। সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে করা হত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি উচ্চ রাজনীতির (High Politics) জায়গা, যেখানে যুদ্ধ, কূটনীতি, রণকৌশল প্রভৃতি জটিল বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। যেখানে সংবেদনশীলতা, নম্রতা, সারল্য, আবেগপ্রবণতা প্রভৃতি নারীসুলভ গুণাবলির কোনো স্থান নেই। আরো মনে করা হয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্ব পায় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, বাহুবল, ছল-চাতুরি, রেষারেষি, নীতিহীনতা ইত্যাদি, যেখানে একান্তভাবেই পুরুষকে মানিয়ে যায়, স্ত্রীলোককে নয়। কেউ কেউ বলেন, ক্ষমতা ও কূটকৌশল নির্ভর আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে প্রভাবিত করতে হলে যে গুণাবলির প্রয়োজন তা একান্তভাবেই পুরুষালি। জাতীয় স্বার্থ, যুদ্ধ, সংঘর্ষ প্রভৃতি নির্ভর আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে বাস্তববাদী তত্ত্বে (Realism), সেই বাস্তববাদ এই পুরুষতান্ত্রিক ধারণাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে।

Scanned with CamScanner

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমগ্র ক্ষেত্রটি লিঙ্গভিত্তিক, যেখানে পুরুষদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। নারীবাদ আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষমতাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে একটা ধাক্কা দিতে সমর্থ হয়েছে। ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির পটভূমিকায় নারীবাদী ভাবনার প্রয়োজনীয়তা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের কাছে বর্তমানে বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। নারীবাদের কল্যাণে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সুরক্ষার সংজ্ঞাটিও অনেকখানি বদলে গিয়েছে। বর্তমানে কেবলমাত্র সামরিক সামর্থ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচিত হয় না, এর সঙ্গে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত সুরক্ষাকেও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

নারীবাদীরা আরো একটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বর্তমান বিশ্বে কেবল আন্তঃরাষ্ট্র বিরোধকে হিংসার মূল কারণ বলে মনে করা হয় না, বরং হিংসার মূল কারণ জাতিগত, পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমস্যার মধ্যে নিহিত থাকে বলে মনে করা হয়। এই সত্যটিও নারীবাদী গবেষকদের পর্যবেক্ষণ থেকে বেরিয়ে এসেছে। বলা বাহুল্য এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্ষমতাসর্বস্ব পুরুষতান্ত্রিকতা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দেবে এটা কেউ বিশ্বাস করে না। বরং পুরুষদের ক্ষমতানির্ভর রাজনীতির পরিবর্তে নারীদের সংবেদনশীল মনোভাব বিশ্বরাজনীতির সমস্যা সমাধানে বেশি সাফল্য পাবে বলেই অনেকে মনে করেন।

নারীবাদীদের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব হল, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সক্রিয় নাগরিকতার ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত করা। নারীবাদ অনুসারে সক্রিয় নাগরিক বলতে বোঝায় সেইসব নাগরিককে যারা রাষ্ট্রীয় বা সরকারি কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সুতরাং একটি গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল নারীদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার যোগ্য করে তোলা। রাজনীতির পরিসর দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং পুরুষতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিসরটিকে এমনভাবে পরিবর্তন করা দরকার যেখানে নারীরাও স্বচ্ছন্দে অংশগ্রহণ করতে পারে। আর এটা ঠিক এই ক্ষমতাভিত্তিক নৈরাজ্যিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জায়গাটিতে যত বেশি মাত্রায় মহিলার অনুপ্রবেশ ঘটবে, ততই এই ক্ষেত্রটি হিংসা, রেষারেষি, স্বার্থের হানাহানি প্রভৃতি অশুভ বিষয়গুলি থেকে মুক্ত হতে থাকবে। এই পথেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়টিকে ক্রমান্বয়ে কল্যাণমুখী করে তোলা সম্ভব হবে।

২.১৭ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনুশীলনে তিনটি মহাবিতর্ক

Three Great Debates in the Study of International Relations

আমরা জানি অন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টি সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার তুলনায় নবীন। এর উৎপত্তি মূলত ১৯২০ থেকে, কারণ ওই সময় থেকে আন্তর্জাতিক তত্ত্বের সুসংবদ্ধ ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টির বিবর্তন ঘটেছে মূলত তিনটি পৃথক ধারায়, যথা আদর্শবাদ, বাস্তববাদ এবং আচরণবাদ। মনে রাখতে হবে, এই তিনটি ধারা ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হয়নি ; শুধু তাই নয়, উপরিউক্ত তিনটি ধারাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চিন্তাভাবনাকে নিজের নিজের চিন্তাধারার সঙ্গে সামিল করার চেষ্টা করেছে এবং তা করতে গিয়ে একে অন্যের সঙ্গে বিতর্কের পর্যায়ে পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিবর্তনের ধারায় যে তিনটি মহাবিতর্কের (Great Debates) সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলি হল যথাক্রমে (ক) আদর্শবাদ বনাম

Scanned with CamScanner

মহিলাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে দূরে রাখার এই প্রবণতা থেকে পৃথিবীর কোনো দেশই মুক্ত নয়, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি উন্মুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাতে আমরা দেখি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরুষদের একচেটিয়া প্রাধান্য। পরিসংখ্যান থেকে জানতে পারি, ১৯৮৭ সালে মার্কিন বিদেশ দপ্তর এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরে যথাক্রমে ৫ ও ৪ শতাংশ উচ্চপদস্থ মহিলা ছিলেন। শুধু তাই নয়, এইসব ক্ষেত্রে যে স্বল্প সংখ্যক মহিলা উচ্চপদে আসীন ছিলেন, তাঁরা তাদের পুরুষ সহকর্মীদের কাছে থেকে উপযুক্ত বা প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা পান না। নিজের যোগ্যতার সুবাদে ১৯৮১ সালে জাতিপুঞ্জের মার্কিন দূত হিসেবে নিযুক্ত হওয়া কারপ্যাট্রিক (J Kirpatrick) অভিযোগ করেন যে, তিনি তাঁর কাজে মার্কিন বিদেশ দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাননি।

তবে বর্তমানে, বিশেষ করে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর থেকেই এই অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীশক্তি তথা নারীবাদী চিন্তাধারাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। এই বৌদ্ধিক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বেশ কিছু অগ্রণী ও প্রতিষ্ঠিত মহিলার নিরলস প্রচেষ্টার ফলে। অবশ্য এ ব্যাপারে কিছু কৃতবিদ্য পুরুষেরও অবদান রয়েছে। এ ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকাও কম নয়। ১৯৭৫-৮৫-র দশককে আন্তর্জাতিক মহিলা দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং নারীবাদকে তত্ত্বের গণ্ডি থেকে বেড়িয়ে বাস্তবের কঠিন মাটিতে পা রাখতে সাহায্য করেছে। বর্তমানে বহু মহিলা মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি করার কাজে নিযুক্ত আছেন এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মহিলারা এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন নারীবাদী সংগঠন গড়ে তুলেছেন, সভা-সমিতি-কনফারেন্স ইত্যাদির আয়োজন করছেন। নারীবাদী পত্রিকা, গ্রন্থ ইত্যাদি প্রকাশ করছেন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের ন্যায্য দাবিকে তুলে ধরার পিছনে বহু ব্যক্তির নাম চলে আসে। তবে আলাদা করে **টিকনার** (J A Tickner)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পেশায় শিক্ষিকা এই মহিলা বর্তমান পৃথিবীর নারীবাদী আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর বহু মৌলিক গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটির নাম করা যেতে পারে—1. *Gendering World Politics : Issues and Approach in Post Cold War Era*, 2. *Feminism and International Relations* ইত্যাদি। টিকনার আরো কয়েকজন মার্কিন বিশিষ্ট মহলিাকে সঙ্গে নিয়ে 'ফোর্ড ফাউন্ডেশন'—এর কাছে জোরালো আবেদন রাখেন নারীবাদ নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক স্তরে কনফারেন্সের আয়োজন করতে। তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯৮৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েলেসলি কলেজে (Wellesley College, Massachusetts) মহিলা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনার থেকে একগুচ্ছ মৌলিক লেখা বেরিয়ে আসে, যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

টিকনার এবং আরো কিছু বিশিষ্ট মহিলার উদ্যোগে International Studies Association (ISA) নামক একটি আন্তর্জাতিক ফোরাম গঠন করা হয়, যার কাজ হল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা মহিলাদের আত্মসচেতন ও শিক্ষিত করে তোলা। এই ISA-কে আরো সক্রিয় করতে এবং অপেক্ষাকৃত তরুণী মহিলা কর্মীদের আকৃষ্ট করতে ISA-এর অধীনে অপর একটি শাখা খোলা হয় যার নাম The Feminist Theory and Gender Studies Section (FTGS)।

প্রচলিত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে নারীবাদীদের সমালোচনা বা অভিযোগ : প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে নারীবাদী সমালোচকদের প্রধান অভিযোগ হল এই যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পঠন-পাঠন ও তত্ত্ব নির্মাণে নারীদের অবদানকে একেবারেই ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় না। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থিত করা হয় যেন বিষয়টি পুরোমাত্রায় পুরুষদের বিষয়। নারীদের এক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নেই। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক তাত্ত্বিকদের মতে, বিশ্ব রাজনীতি নারী ও পুরুষকে সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বাস্তব কিন্তু তা নয়। পুরুষতন্ত্রীরা যেটা গোপন করে যান সেটি হল, রাজনীতি মহিলাদের ভিন্নভাবে ক্ষতি করে। উদাহরণস্বরূপ একটি যুদ্ধ পুরুষদের তুলনায় নারীদের অনেক বেশি ক্ষতি করে অভ্যন্তরীণভাবে, যা সাধারণের

Scanned with CamScanner